

অস্বাভাবিক ডাবনা - ৫

সংশয়-ই বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার একমাত্র চাবিকাঠি। However, there is no short-cut way in science! It does progress step-by-step. It does evolve little-by-little!

“Virtually nothing in Islam is new. Everything is borrowed from previous faiths” - Ali Sina

কোরান-অনলি-মুসলিমদের মধ্যে টেররিষ্ট, সুইসাইড বোম্বার বা কল্লাকাটা ফতুয়াবাজ দেখা যাচ্ছে না। তাছারাও মুসলিম ব্যাকগ্রাউন্ড হিউম্যানিষ্ট, ফ্রি-থিংকার, বা নাস্তিকদের মধ্যেও অনুরূপ কিছু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সারা পৃথিবী খুঁজে কেহ যদি ২/১ টি উদাহরণ বের করেও সেটাও গ্লোবাল স্ট্যাটিসটিক্সের কাছে অতি নগণ্য হেতু সহজেই ওমিট করা যাবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে একমাত্র হাদিসে বিশ্বাসীদের মধ্যে থেকেই টেররিষ্ট, সুইসাইড বোম্বার বা কল্লাকাটা ফতুয়াবাজ জন্ম নিচ্ছে (চ্যালেঞ্জ-২)। এই চরম সত্যকে খন্ডন করার সাধ্য কারো আছে বলে মনে হয় না এবং এই সত্যকে মেনে নিতে কারো আপত্তি থাকবে বলেও বিশ্বাস হয় না। **বুদ্ধিমানদের এবার বেছে নেওয়ার পালা - মানবতার প্রকৃত শত্রু কে বা কারা - শত্রু চিহ্নিত করে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার পালা।** প্রকৃত বীর রণক্ষেত্র থেকে কখনও পিছু টান দেয় না! বা প্রকৃত বিজ্ঞানী গবেষণার মাঝখানে এসে তার মেথড যদি ভুল প্রমাণিত হয় সেক্ষেত্রেও তিনি গবেষণা ছেড়ে দেয় না; বরং তিনি নতুন মেথড খুঁজে বের করেন।

‘চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নেই’ - এই সত্য আবিষ্কারের আগ পর্যন্ত মানুষ নিশ্চয় বিশ্বাস করতো যে চন্দ্র এবং সূর্য্য দুটি পৃথক পৃথক আলোর উৎস! কিন্তু বিজ্ঞানীরা যখন আবিষ্কার করলো যে চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নেই এবং সূর্য্যের আলো চাঁদের উপর প্রতিফলিত হওয়ার ফলে চাঁদকে কিছুটা উজ্জ্বল দেখায় তখন প্রথম প্রথম নিশ্চয় অনেকেরই এই সত্যকে মেনে নিতে কষ্ট হয়েছে।

অনুরূপভাবে, ইসলাম ধর্ম বলতে মেজরিটি মানুষ কোরান এবং প্রচলিত হাদিসকে বুঝে এসেছে; অথবা, তাদের এভাবেই বুঝানো হয়েছে। এখন এসে ‘হাদিস-বিহীন ইসলাম’ শুনতে অনেকের কাছেই কেমন যেন বেখাপ্পা লাগছে! তারা আশ্চর্য্য হচ্ছে - এ কিভাবে সম্ভব! কারণ, তাদেরকে এভাবেই ব্রেনওয়াশ করা হয়েছে! কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ‘হাদিস-বিহীন ইসলাম’ - কথাটাই যে মিনিংলেস সেটা হয় তারা বুঝতে পারছে না অথবা বুঝেও না বোঝার ভান করছে! ইসলাম ধর্ম বলতে কোরানে যা লিখা আছে ঠিক তাই। এখন কেহ যদি প্রমাণ করতে পারে যে কোরান একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থ নয় তাহলে সেটা কোরানের দুর্বলতা হতে পারে। তার মানে কোনভাবেই এই নয় যে আরেকটি গ্রন্থ লিখে সেই অস্বয়ংসম্পূর্ণতাকে গ্যাটিজ দিতে হবে! ইতিহাসে সম্ভবত এরকম কোন নজির নেই। তবে প্রফেট মুহাম্মদ নিজে যদি এরকম কিছু করে যেতেন সেটা আলাদা কথা ছিল। আর হাজার-হাজার হাদিস যখন লিখা হয়েই গেছে সেগুলোকে তো আর প্রশান্ত মহাসাগরে ফেলে দেওয়া যায় না, সবগুলো হাদিস মিথ্যাও হতে পারে না। হাদিস পড়ে মানুষ ইসলাম ধর্মের ব্যাকগ্রাউন্ড ও সমসাময়িক মানুষের ইতিহাস সম্বন্ধে একটা ধারণা পেতে পারে। তাছারাও কোরানের কিছু কিছু ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হাদিস থেকে জানতে পারে, যেগুলো কোরানে হয়তো বিস্তারিত নেই। বিস্তারিত জানার তো আর শেষ নেই! কিন্তু প্রচলিত হাদিস কোনভাবেই ইসলাম ধর্মের ইন্টিগ্রাল পার্ট হতে পারে না, সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

এই পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে মাইনরিটি গ্রুপের বিশ্বাসই সবসময় সত্য প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ, মেজরিটি গ্রুপ যুগ যুগ ধরে যেটা বিশ্বাস করে এসেছে পরবর্তীতে এসে মাইনরিটি গ্রুপের সন্দেহ করার কারণে সেটা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, একটা সময় পর্যন্ত তাবত লোক বিশ্বাস করতো পৃথিবীটা সৌরজগতের কেন্দ্রে অবস্থিত, পৃথিবীটা সমতল ইত্যাদি। কিন্তু পরবর্তীতে এসে সেই বিশ্বাসগুলো ভুল প্রমাণিত হয়েছে। একইভাবে ৯৫% (guess) এ্যারাবিক নামধারী মুসলিম যদি প্রকৃত মুসলিম না হয় সেক্ষেত্রেও কিন্তু আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নেই! যেমন, কোরানকে যদি একটি ইয়ার্ডস্টিক ধরা হয় সেক্ষেত্রে কোরানের ব্যাসিসে মুসলিম সমাজের সম্ভবত ৯৫% প্রচলিত বিশ্বাস ও রিচুয়্যালই কোরান বহির্ভূত; আর এই কোরান বহির্ভূত ৯৫% প্রচলিত বিশ্বাস ও রিচুয়্যাল ধারণ করে আছে সম্ভবত ৯৫% মুসলিম!

"The irony is that the Sunnis and the Shias believe that al-Islam is inherited. They believe that a person born to a Muslim father is automatically a Muslim and therefore can not leave al-Islam at any time."

"The truth of the matter is that al-Islam is NOT inherited. A person can only choose to become a Muslim at adulthood. Children born to Muslims are treated as Muslims legally and not that they are ideologically Muslims." - IDRIS OMEIZA

সত্যিই তো তাই। একজন শিশু কিছু বুঝে ওঠার আগেই কিভাবে হিন্দু হয়, কিভাবে মুসলিম হয়, কিভাবে কমিউনিস্ট হয়? ইট ডিফাইন্স অল লজিকস! যেখানে কোরানে অনেক সাধারণ কথাবাত্তা লিখা আছে সেখানে 'একজন শিশু মুসলিম হয়েই জন্মগ্রহণ করে' - এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রফেট মুহাম্মদ কোরানে লিপিবদ্ধ না করে ইথারে ছেঁরে দিয়ে রাখলেন; আর ২০০-৩০০ বছর পরে এসে বোখারী-মুসলিম 'হাই-টেক' ব্যবহার করে ইথার থেকে সেই তথ্য ডিটেক্ট করলেন! হাস্যকরই বটে! ফলে যারা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেছে বলে দাবি করছে (এক্স-মুসলিম) তাদের আগে ভেবে দেখা দরকার তারা প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল কি না! কোন কিছু গ্রহণ না করে ত্যাগ করার প্রশ্ন অবাস্তব শুনায়! আগে তো ভাই খানা-পিনা গ্রহণ করতে হবে, তার পর না মল-মূত্র ত্যাগ। না খেলে মল-মূত্র আসবে কোথা থেকে? আমি কাউকে হয় করার জন্য বলছি না, বিষয়টি লজিক দিয়ে ভেবে দেখার কথা বলছি মাত্র। আমি নিজেই জানি না আমি মুসলিম নাকি হিন্দু নাকি খৃষ্টান নাকি অন্য কিছু! তবে আমি নিজেকে একজন সৎ এবং সচেতন মানুষ হিসেবে দাবী করতে পারি। আমার ব্যক্তিগত অনুভূতি থেকে মুসলিম হওয়াটাকে একটি ডিগ্রী অর্জনের সাথে তুলনা করা যায় (অন্যান্য ধর্মের ফলোয়ারদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য হতে পারে)। একটি 'ডিগ্রী সার্টিফিকেট' যেমন পরিশ্রম করে অর্জন (earn) করতে হয় তেমনি 'মুসলিম টাইটেলটাও' অর্জন করতে হয়। এ টাইটেল কেহ কাউকে দিয়ে দেয় না, অর্জন করতে হয়। দেয়ার ইজ নো ফ্রি-লাঞ্চ! একজন মানুষ কোন রকম পরিশ্রম না করেই একটি ডিগ্রী পেয়ে যাবে এ কেমন কথা? তবে দু'নম্বরী ওয়েতে হলে সেটা আলাদা!

আগেই বলা হয়েছে যে কোরানে নাম ধরে কোন মানুষকে ইসলাম ধর্মের অথরিটির দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। তাছারা কে মুসলিম আর কে মুসলিম নয় এটা জাজ করার ক্ষমতা এই বিশ্বের কারো নেই, যতক্ষণ না একজন নিজেই ডেক্লেয়ার করছে। আর কেহ নিজেকে মুরতাদ ঘোষণা করলেও কোরানের তাতে কিছুই করার নেই। মানুষকে এ্যাবসলিউট ফ্রি-উইল দেওয়া হয়েছে বিশ্বাস করা বা না করার জন্য এবং এর ফলাফলও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। মুরতাদের উপর সামান্যতম পার্থিব শাস্তির বিধানও রাখা হয় নি। অথচ আলী সিনা ডিবেট করে ফাটাইয়া ফ্যালাইছে এই বলে যে ইসলামে নাকি ফ্রিডম-অব-ফেইথ নেই, সবগুলো ডিবেটেই সে

উইনার! নীচের ভাষাগুলো দেখে নেওয়া যেতে পারে। **এই ভাষাগুলো অনুযায়ী একজন মুরতাদকে অবশ্য-অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে এবং স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যুবরণ করতে হবে।** আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি এই ভেবে যে, ফুল-মোল্লারা, যারা কোরান পড়ে ছেঁড়া-বেড়া করেছেন তাদেরকে এই ভাষাগুলো ফাঁকি দিল কিভাবে! ভাষাগুলো বেশ চালু মনে হচ্ছে! তার মানে কি তারা ঠিকমত কোরান পড়েনি নাকি বিটিং এ্যাভাউট দ্য বুশ! অর্থাৎ, ব্যাপারটা এরকম - আমি যেটা মুখে একবার বলেছি সেটা প্রমাণ করতেই হবে, এনিহাউ! সৎ বা র্যাশনাল মানুষদের উদ্দেশ্য তো এরকম হতে পারে না! সত্য কথা বলতে তো কেহ কাউকে নিষেধ করছে না; কিন্তু সমস্যা হয় তখনই যখন জেনে-শুনে বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়। সকল মানুষকে তো সর্বকালের জন্য বোকা বানিয়ে রাখা যায় না, তাই না। সত্য একদিন প্রকাশ পাবেই, সেটা কোরানের ক্ষেত্রেই হোক বা অন্য যে কোন কিছুই হোক না কেন। কোরান যদি মিথ্যা হয় সেটা অটোমেটিক্যালি বের হয়ে আসবেই, কিন্তু জোর করে তো কোন কিছুকে মিথ্যে বানানো র্যাশনালিটির মধ্যে পড়ে না! আর এ কেমন কথা যেখানে কোরানে মুরতাদের উপর শাস্তির বিধান নেই, যেখানে এ্যাডালটারারদের পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ নেই; সেখানে হাদিসকে জোর করে কোরানের মধ্যে গুঁজে দিয়ে কোরানের উপরই দোষ চাপিয়ে দিতে হবে? এটা কি কোন যুক্তিপূর্ণ কথা হলো! নাকি শুধু তর্কের খ্যাতিরে তর্ক আর শত্রুতার খ্যাতিরে শত্রুতা! কেউ তো কারো শত্রু না।

4.137. YUSUFALI: Those who believe, then reject faith, then believe (again) and (again) reject faith, and go on increasing in unbelief,- Allah will not forgive them nor guide them nor guide them on the way.

2.256. YUSUFALI: Let there be no compulsion in religion: Truth stands out clear from Error: whoever rejects evil and believes in Allah hath grasped the most trustworthy hand-hold, that never breaks. And Allah heareth and knoweth all things.

5.54. YUSUFALI: O ye who believe! if any from among you turn back from his Faith, soon will Allah produce a people whom He will love as they will love Him,- lowly with the believers, mighty against the rejecters, fighting in the way of Allah, and never afraid of the reproaches of such as find fault. That is the grace of Allah, which He will bestow on whom He pleaseth. And Allah encompasseth all, and He knoweth all things.

9.84. YUSUFALI: Nor do thou ever pray for any of them that dies, nor stand at his grave; for they rejected Allah and His Messenger, and died in a state of perverse rebellion.

কোরানে যেখানে কাউকেই নাম ধরে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি সেখানে খোমেনী, মওদুদী, নিজামী, আমিনী, সাইদী এই 'পি' সম্বলিত হায়েনারা কারা? কে এই হায়েনাদের দায়িত্ব দিয়েছে মানুষকে মুরতাদ ঘোষণা করে কল্লার দাম ৫০,০০০ টাকা হাঁকার? কে এদের দায়িত্ব দিয়েছে ইসলাম ধর্মকে বাপের সম্পত্তি বানিয়ে ব্যক্তিমালিকানা দাবির? কেহই না! বরং এরা সর্ব্বায় কোরানকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে নিজেদের স্বার্থে সবকিছু হাতে তুলে নিয়েছে। আর কিছু লোক (আমিও) এদেরকে ('পি' গং) ইসলামের অথরিটি, টু-মুসলিম ইত্তাদি ভেবে বিভ্রান্ত হয়ে ইসলামকেই তাদের প্রতিপক্ষ/শত্রু বানিয়ে ফেলেছে। অর্থাৎ, তারা মনে করছে ইসলাম মানেই ঐ লোকগুলো আর ঐ লোকগুলো মানেই ইসলাম! তারা ইসলাম ও কিছু মানুষকে সমার্থক বানিয়ে ফেলেছে!

উদাহরণস্বরূপ, কেহ কেহ নাকি ডিম ফুটে বের হওয়ার পরই বা এমনকি ডিমের মধ্যে থাকা অবস্থায় কোরান নিয়ে ডাউট শুরু করেছে! ভালো কথা। তারপর প্রাইমারী, হাইস্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির গন্ডি পেরিয়ে

কেহ কেহ আবার ডক্টরেট ডিগ্রীও করে ফেলেছে। শুধু তাই নয়, অনেকে আবার দীর্ঘদিন ধরে আমেরিকা বা উন্নত কোন দেশে অবস্থানও করছে। এর মাঝে তারা নিশ্চয় অনেকবার কোরান পড়েছে, যেমন শোনা যায়। অথচ এই দীর্ঘ সময়ে তাদের মনে আর ডাউট আসেনি! কিন্তু হঠাৎ করে ৯/১১ এর পরেই সেই শিশু বেলার ডাউট আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল! এবং সাথে সাথে কোরান ও মুহাম্মদ তাদের প্রতিপক্ষ/শত্রু হয়ে গেল! কেহ কি অস্বীকার করতে পারবেন? অথচ ৯/১১ ঘটনা এবং কোরান একে অপর থেকে ইন্ডিপেনডেন্টও হতে পারে? অর্থাৎ, আমার বিশ্বাস ৯৯% মানুষই কিছু এ্যারাবিক নামধারী মুসলিমদের কার্যকলাপের উপর রাগ বা ক্ষোভ প্রকাশ করতে যেয়ে কোরানকেই প্রতিপক্ষ/শত্রু বানিয়ে ফেলছে। অথচ সেই এ্যারাবিক নামধারী মুসলিমরা প্রকৃত মুসলিম কিনা বা মুসলিম হয়ে থাকলেও তাদের কার্যকলাপ কোরান দ্বারা মোটিভেটেড নাকি অন্য কোনভাবে মোটিভেটেড সেটা নিয়ে অনেকেই হয়তো গভীরভাবে ভেবে দ্যাখে না। এই যে প্রফেট মুহাম্মদের ক্যারিয়েকেচার নিয়ে কিছু কিছু দেশে যে ভাংচূড়-হত্যা চলছে তার জন্য কোরানের কি যায় আসে?

আরেকটি ব্যাপার লক্ষ্য করার মত আর সেটা হচ্ছে মোটামুটি সর্বায় ছোটবেলায় মোল্লাদের দ্বারা ব্রেনওয়াশের এক কাহিনী ফেঁদে বসে! অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি হ্যাট্রেড-এর জন্যও তারা মোল্লাদেরই দায়ী করে। **তারা ভুলেও নিজেদের বাপ-মা-ভাই-বোন-চাচা-মামা-খালু'কে দায়ী করে না!** যত দোষ ঐ নন্দ ঘোষ টাইপের আর কি! আরে ভাই আমিও তো ছোটবেলায় হুজুরদের কাছে আরবী শিখতে গিয়েছি, যদিও শেষ পর্যন্ত আরবি শেখা হয়নি! বিভিন্ন হুজুরের সংস্পর্শে অনেকদিন থেকেছি। অনেকটলি স্পিকিং, ব্রেনওয়াশ বা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি হ্যাট্রেড মূলক কোন কথা তাদের কাছে থেকে শুনেছি বলে আমার মনে পড়ে না। আমরা আরবি শিখতে যেতাম - তারা আমাদের আরবি শেখাতেন - তারপর আমরা চলে আসতাম। এটুকুই আমার মনে পড়ে। কিজানি বাপু - গোবরের মস্তক তো - এতদিনে ভুলে গেছি হয়তো! তাছারা বিভিন্ন কিসিমের হুজুরও থাকতে পারে। তবে আমি কিন্তু গ্রাম-গঞ্জের মসজিদ-মাদরাসার আরবি শেখানো হুজুর আর রাজনৈতিক ধর্মব্যবসায়ী মোল্লাদের এক করে দেখি না।

বলি সবই ঠিক আছে কিন্তু এইসব সিলি কাহিনী ফাঁদার কি দরকার! যাদের মধ্যে কমনসেন্স ও র্যাশনালিটি আছে তারা যে কোন গ্রন্থ/ধর্মগ্রন্থ পড়লেই ডাউট ফিল করতে পারে এবং পাশাপাশি অনেক প্রশ্নও মনে জাগতে পারে। কোন কিছু পড়ে কনভিন্সড না হলে সেটার উপরে কি বিশ্বাস স্থাপন করা যায়? এখানে লুকানো-ছাপানো বা লজ্জার তো কিছু নেই!

ধন্যবাদ।

রায়হান

ahumanb@yahoo.com

Part-1: http://www.shodalap.com/R_thinking1.pdf

Part-2: http://www.shodalap.com/R_thinking2.pdf

Part-3: http://www.shodalap.com/R_thinking3.pdf

Part-4: http://www.shodalap.com/R_thinking4.pdf

চ্যালেঞ্জ-২: http://www.shodalap.com/R_challenge2.pdf